R. N. No. 2532/57 Phone No RGG. 112 Regd. No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা । নিউদিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র।
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গৃহ-সজ্জার পসরা নিয়ে
গোপালনগরের খড়খড়ি
ব্রীজের পাশে।
চৌধুরী ফার্ণিচার
★ সোফাসেট, আলমারী,
'কারলন' গদি, ষ্টিল ও
অ্যালুমিনিয়ামের নানা
ডিজাইনের ফার্ণিচার ★

৮০শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০০ সাল
৩০শে জুন, ১৯৯৩ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

ছোট ছোট ফাইন্যান্স কোম্পানীগুলো লুটপাটের আস্তানা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ কয়েক বছর ধরে সরকারী রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে এই মহকুমার সর্বত্র গজিয়ে ওঠে বেশ কয়েকটি ফাইন্যান্স কোম্পানী। এদের মধ্যে জননী ফাইন্যান্স বহু মানুষের টাকার ভরাডুবি ঘটিয়ে কয়েক বছর আগে পাততাড়ি গোটায়। সর্বস্বান্ত সেই সব মানুষের চোখের জল আজও শুকাইনি। প্রশাসন সব জেনেও দিব্যি নিশ্চিন্তে আছেন। এই মহকুমায় বর্তমানে অরুণোদয়, ওভারল্যান্ড ব্যানিয়ান, ব্রাইট ফিউচার, ত্রিরত্ন প্রভৃতি বহু সঞ্চয় সংস্থা এখনও সমানে কাজ করে চলেছে। এরা কবে কে ডুব মারবে তা বলা কঠিন। সবচেয়ে রমরমা ছিল এই মহকুমায় যে সঞ্চয় সংস্থাটি সেটি হলো "ফেবারিট স্মল ইনভেষ্টমেন্ট"। প্রতিটি গ্রামে ফিল্ড কর্মীর মারফৎ এরা ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার মত সংগ্রহ করেন। কিন্তু ম্যাচুরিটির পর থেকে তিন বছর হয়ে গেলেও হোল্ডাররা কোন টাকা ফেরৎ পাননি বলে অভিযোগ। ফলে গ্রামবাসীরা ওই সব স্থানীয় ফিল্ড কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। এই পরিস্থিতিতে কর্মীদের অনেকেই ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

প্রধান শিক্ষিকাকে ক্ষমা চাইতে হবে— দাবীতে শিক্ষিকাদের একদিনের কর্মবিরতি

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ২৯ জুন রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকারা প্রধান শিক্ষিকার আচরণের প্রতিবাদে একদিনের কর্মবিরতি পালন করেন। তাঁরা স্কুলে এসেও ক্লাস নেন না। প্রধান শিক্ষিকা নিজেই প্রতিটি ক্লাসে গিয়ে ছাত্রীদের রোলকল করার পর ছুটি দিয়ে দেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২৬ জুন স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট অনুপ চক্রবর্তী যখন শিক্ষিকাদের ঘরে তাঁদের অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন প্রঃ শিক্ষিকা কাউকে না জানিয়ে ক্লাস ফোর ন্টাফকে দিয়ে স্কুল গেটে তালা লাগিয়ে দেন। ফলে স্কুলের ছুটি হলেও বেশ কিছু ছাত্রী বার হতে পারে না। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষিকারা প্রধান শিক্ষিকাকে এই আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁদের বলেন, এটা মেয়েদের স্কুল, এখানে তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনে তালা (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ব্যারেজ চত্বর সমাজবিরোধীদের খোলা বাজার

আহিরণ ঃ স্থানীয় জঙ্গিপুর ব্যারেজ ও তার অফিস চত্বর বর্তমানে সমাজবিরোধীদের খোলা বাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে খবর। অফিসের চারপাশে চলছে জুয়া ও চোলাই এর রমরমা আড্ডা। জঙ্গিপুর ফিডার ক্যানেল ঘাট পার হয়ে অফিস চত্বরের মধ্যে দিয়ে বিনা বাধায় লোকজন যাতায়াত করছে দিনে রাতে। অফিসে গার্ডের ব্যবস্থা থাকলেও কোয়ার্টারগুলিতে কোন নাইট গার্ডের ব্যবস্থা নেই। কর্মীদের পরিবার পরিজন প্রবল আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। চুরি ডাকাতির ঘটনা প্রায় ঘটছে এখানে। আশপাশের গ্রাম ভৈরবটোলা, মোমিনটোলা, পাতলাটোলা বোমা তৈরীর সর্বজন স্বীকৃত এলাকা। এদিকে সুতী ও রঘুনাথগঞ্জ থানার মাঝে বিশাল এলাকায় পুলিশের কোন পিকেট ব্যবস্থা নেই। উল্লেখ্য আগে ব্যারেজ অফিস এলাকার চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে প্রাচীরের কোন অস্তিত্ব নেই।

জেলা পুলিশ সুপারের সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ জুন মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার অনিল কুমার ফরাক্কা থানা বাদে মহকুমার অন্যান্য থানায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি রোধে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন। সেখানে তিনি সমস্ত দলের নেতাদের অনুরোধ করেন তাঁরা যেন সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। যদি থানা থেকে কোন সাহায্য জনসাধারণ না পান বা কোথাও কোন রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয় তবে জনসাধারণকে সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে তিনি অনুরোধ করেন।

মুসলীম লীগের ডাকা বন্ধ শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৪ জুন সারা জেলার সাথে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ পালিত হয়। ধুলিয়ানে বন্ধকারীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ অবরোধ মুক্ত করতে প্রায় ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। বন্ধকারীদের দাবীগুলির মধ্যে প্রধান দাবী ছিল—কাটরা মসজিদে নামাজ পড়তে দিতে হবে, বিগত কাটরা মসজিদ অভিযানে নিহত মুসলমান পরিবারের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে প্রভৃতি।

বাজ পরে মৃত্যু

আহিরণ ঃ গত ২৮ জুন দুপুর আড়াইটা নাগাদ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাগানে আম কুড়োতে গিয়ে সাদিকপুর অঞ্চলের চকবাহাদুরপুর গ্রামের সুনীতি দাসের ২য় পুত্র আনন্দ দাস ওরফে ঘুতু (১৭) বজ্রাঘাতে মারা যান।

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০০ সাল।

একান্ত প্রয়োজন

এই রাজ্য নিদারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যে চলিতেছে বেশ কিছুদিন হইতে। ইহার জন্য নানা খাতে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে বা হইতেছে। এমন কি আবশ্যিক কিছু কাজ করা যাইতেছে না। যেমন সদ্য অনুমতিপ্রাপ্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিষয় এমনভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ছাত্রেরা পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করিতে অপারগ হইতেছে। আবার অনুমোদন প্রাপ্ত বিষয় পড়াইতে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগের অনুমতিও প্রদান করা হইতেছে না পর্ষদের পক্ষ হইতে। অথচ এমন কিছু বিষয় আছে, যাহার জন্য শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহকে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দেন না, কারণ ঐ সব বিষয় মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য নহে। ফলতঃ অসুবিধার মাত্রা বাড়িতেছে।

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, সি এম ডি এ-তে অবসরপ্রাপ্ত অফিসার-কর্মীদের পুনর্নিয়োগ হইতেছে যথেষ্ট মাত্রায়। বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে এই সব পুনর্নিয়োগে—এইরূপ মন্তব্য শুনা যাইতেছে। সি এম ডি এ-তে পুনর্নিয়োগের জন্য বাৎসরিক খরচ প্রায় ১ কোটি বাড়িয়াছে। রাজ্য সরকারের প্রায় প্রতি দপ্তরেই পুনর্নিয়োগ করা হয়। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নাকি ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আবার কোথাও কোথাও 'স্পেশাল অফিসার' অথবা 'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি' প্রভৃতি নামের পদ সৃষ্টি করিয়া কর্মী নিয়োগ করিবার রেওয়াজ এখানে রহিয়াছে। এইভাবে দেখিতে গেলে রাজ্য সরকাররূপ বৃক্ষের নানা দপ্তররূপ শাখা-প্রশাখায় অর্থ-রূপ রস পরিচালিত হইতেছে আর সেই রস মূল বৃক্ষের পুষ্টিসাধন একদিকে যেমন করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ে অর্থরসের অপচয় হইতেছে। ইহার উপর রহিয়াছে নানা ক্ষেত্রে হিসাবের গরমিল, বেহিসাবী খরচ, বিলাস-বৈভবের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য খরচ।

জরুরীভিত্তিক কিছু ব্যয়ব্যবস্থা রাখিতেই হয়। যেমন রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের চিকিৎসা-বাবদ মাঝে মাঝে অর্থের প্রয়োজন হয়। খবরে প্রকাশ, এই রাজ্যপাল ও বন-পরিবেশ মন্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যাইতে হইবে। রাজ্য সরকারকে এইজন্য খরচ করিতে হইবে।

সুতরাং একদিকে রাজ্য সরকারের তীব্র অর্থসঙ্কট, অপরদিকে ক্ষেত্রবিশেষে বেপরোয়া অর্থব্যয়; ইহার মধ্য দিয়া অতি আবশ্যিক খরচ নানা ভাবে মার খাইতে বাধ্য। এইজন্য অর্থব্যয়সংক্রান্ত যাবতীয় অনিয়ম বা অপচয় বন্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করিয়া সমস্যার সমাধান হইবে না এবং পার পাওয়া যাইবে না।

প্রিজাইডিং অফিসারের ডায়্যারি

আবদুর রাকিব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভোট শেষ। এবার গণনা। রাত দশটায় এক টুকরো পাঁউরুটি আর এক কাপ চা। শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে ভৎর্সনা করি, সাবধান, এতটুকু ঝিমুবে না। তোমরা হিটলার বা নেপোনিয়নের ঝটিকাবাহিনী। তোমাদের অভিধানে 'বিশ্রাম' কিংবা 'অসম্ভব' বলে শব্দ নেই। ১৯১'০০ টাকা দিয়ে সরকার সব কিছু বিকলতা কিনে নিয়েছেন। সুতরাং অভুক্ত, নিদ্রা এবং অক্লান্ত থেকে তোমাদের জাতীয় কর্তব্য পালন করতে হবে এই যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায়।

ভোর চারটেয় পাখি ডাকল। পূব আকাশে ফুটল আলোর মুকুল। গ্রাম পঞ্চায়েতের গণনা শেষ। ফলাফল ছড়িয়ে গেল ইথারে। পঞ্চায়েত সমিতি আর জিলা পরিষদের ব্যালট পত্রের গণনাও শেষ হল ৬টার আগেই। কাগজপত্রের কাজ প্রায় তৈরি ছিল। আরও আধ ঘন্টার মধ্যে বাকী কাজ শেষ। এখন ধূমায়িত চা। মশলা মুড়ি। বিড়ি। আর দু'মাইল দূরে গোরুর গাড়িতে চড়ে যাঁরা ভোট নিতে গেছেন, তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা। আসার সময় সাগরদীঘিতে জনৈক অফিসার আবেগে বলেছিলেন, এবার কারোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। কাজ শেষ হলে আমাদের গাড়িতে করে আপনাদের পৌঁছে দেব। কিন্তু কোথায় তিনি? কোথায় বা তাঁর আবেগাশ্রয়ী বাণী! গোশকট যাত্রীদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল মাত্র ৭ ঘণ্টা। অর্থাৎ তাঁরা এলেন স্নানাহার সম্পন্ন করে দুপুর ১টায়। কিছু বলার নেই। লরী ছাড়ল দেড়টায়। বিদায়।

অভুক্ত অস্নাত সবাইকে ছেড়ে দিয়ে আড়াইটে নাগাদ যখন সাগরদীঘি কাউন্টারে মালপত্র নিয়ে একাই দাঁড়ালাম, তখন কাউন্টার শূন্য। কাকে জমা দেব? একটু পরে এলেন দুই তরুণ। দুপুরের আহার সেরে আসছেন। তাঁদেরও তো অবস্থা কাহিল। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে একজন সিগারেট ফুঁকতে লাগলেন। বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। একটু কেন, যতক্ষণ প্রয়োজন অপেক্ষা করতে হবে। উপায় কী? ধূমপান শেষ হলে তিনি এবার ডাকলেন। সব কিছু সাজিয়ে বুঝিয়ে দিলাম। সব ঠিক আছে। কেবল দেখা গেল, ব্যালট পেপারের এ্যাকাউন্টের আরেকটা কপি লাগবে, সেটা নেই। বাগে পেয়ে তিনি ধমক দিলেন, আরেক কপি কই? কপি করে দিতে হবে আপনাকে।

কপি করে দিলাম। ১ মিনিটও লাগল না। বললাম, আর সব ঠিক আছে তো!

তরুণ হ্যাঁ বলতে পারলেন না। 'হ্যাঁ' বললে আমার অপদার্থতা দাঁড় হয় না। তাই আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, কই ঠিক আছে? যেটা আসল দরকার, সেটাই ঠিক নেই।

আমি বলি, আসলে কী পরিবেশে কাজ করতে হয়, আপনারা এখানে বসে তা আঁচ করতে পারেন না।

কুরবানীর চাঁদ ওঠার পর থেকে আমি চুল দাড়ি নখ কিছুই কাটিনি। তারওপর সাড়ে বত্রিশ ঘণ্টায় বিধ্বস্ত আমাকে দেখে কিষ্কিন্ধার অধিবাসী বলে মনে হচ্ছিল। আমার তরুণ 'বস' এবার গর্জে উঠলেন, এ ধরনের কথা বলা অন্যায়। জানেন, পঞ্চায়েত ছাড়া সব ভোটেই আমরা যাই। আমি আর কিছু বললাম না। দু'দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের প্রাথমিক পুরস্কার পেয়ে গেলাম। আর কি কিছু বলার আছে?

হ্যাঁ আছে। বলি।

১) মাননীয়গণ, স্কুলে যখন আপনারা শিক্ষকগণের নামে নামে নিয়োগপত্র পাঠান, তখন স্কুলকে বলুন, তাঁরা এক বা একাধিক পোলিং পার্টি তৈরি করে পাঠান। তাতে উপযুক্তদের নেওয়া হবে। পারস্পরিক বোঝা-পড়া থাকবে। সে পার্টি হবে যথেষ্ট শক্তি-শালী। পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠবে হয়ত। কিন্তু তা অসম্ভব। বুথে গিয়ে গা বাঁচানোর জন্য সবাই নিরপেক্ষ হতে বাধ্য হবেন। বুথ নির্বাচন আপনাদের।

২) ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেমন তিনরঙা ব্যালট পেপার, তেমনি খাম, ফর্মগুলিকেও তিন রঙে ছাপান। তাতে কাজ করতে সুবিধে হবে।

৩) ত্রিস্তর বলে প্রতি ৪০০ জন ভোটারের জন্য একটি বুথ করুন। ভোটকর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করুন।

অথবা, ভোট গণনার কাজ ব্লকে করুন। এই গণনার জন্যই পঞ্চায়েত নির্বাচন এত ভয়াবহ। এ যুগে ভোটকর্মীদের অমন শারীরিক অথবা স্নায়বিক যন্ত্রণার মুখে ঠেলে দেবেন না।

আর তা যদি দেন, তাহলে নৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিধানসভা ও (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

পঞ্চায়েত ভোট প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ কথা

সেরাজুল ইসলাম

১৯৯৩ সনের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটযুদ্ধ সবে শেষ হল। আগে আগে ভোটরঙ্গ কথাটা ব্যবহার করতে ভাল লাগত। কিন্তু এখন জননেতাদের জনপ্রীতি এতই প্রবল যে আসন দখলের প্রয়াসে সেই অসহায় জনগণের প্রাণ নিতেও কেউ পিছপা হচ্ছেন না। প্রমাণস্বরূপ ভোটের আগে ও পরে গুচ্ছ গুচ্ছ খণ্ডযুদ্ধের খবর নিশ্চয় কাগজে সবাই দেখেছেন, পড়েছেন। আরও অনেক রক্ত হয়ত ঝরবে এই নির্বাচনকে সামনে রেখে। বিবাদমান দলের কাজই তো তাই। যাক ওদিক দিয়ে যাচ্ছি না। ভোটযুদ্ধ পরিচালন ব্যবস্থায় যে বিষয়গুলো আমাদের মত শত-শত ভোটকর্মীদের নাজেহাল করেছে—সে বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

শুনুন, আমি একজন নির্বাচিত ভোটকর্মী। প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্বে আবদ্ধ ছিলাম। আমার বিশেষ ধারণা এ ধরনের দায়িত্ব পালন করা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না। যার প্রমাণ এবার নির্দল প্রার্থী হয়ে ঝাকে ঝাকে নিছক গা বাঁচানোর তাগিদেই ভোটযুদ্ধে অনেকের অংশগ্রহণ। আর নিবে না বা কেন? প্রায় ৪৮ ঘণ্টা অভুক্ত, অস্নাত ও তীব্র টেনশনের মাঝে থেকে ভোট গ্রহণের মত দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নেওয়া। মুখে বলা যত সহজ, কাজের মধ্যে থেকে প্রমাণ করা তত বড় কঠিন কাজ। যে সব অফিসাররা দু'দিন ভোটগ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে দু'চারটে আদর্শের কথা বলে আমাদের রণসাজে সজ্জিত করে ভোটযুদ্ধে প্রেরণ করেন, তাঁরা কি একবারও একান্তে ভেবে দেখেছেন কাজটা কতটা মানবিক। আমি সাগরদীঘি বিডিও অফিস থেকে আমার ভোটের জিনিষপত্র, পুলিশ ও ট্রাকের কিনারা করতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাই। সব থেকে সমস্যা পুলিশকে সঙ্গে নেওয়া।

দ্বিতীয় কথা, ভোট কেন্দ্রে 'বুথ' গঠনের জন্য যে সব চেয়ার-টেবিল দরকার সেগুলো কে যোগান দেবে তার কোন সঠিক নির্দেশিকা আমরা পাইনি। এগুলো তো আমার মনে হয়, যাঁরা 'বুথ' নির্বাচন করেন তাঁদেরই দেখার বিষয়। হাই স্কুলে যে সব 'বুথ' হয় সেগুলোর বিষেয় অসুবিধা থাকে না। কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের বুথগুলোর ভাগ্যে জোটে অবাঞ্ছিত অবহেলা। এখানে একটা পথই খোলা থাকে সেটা হল চেয়ে বা ম্যানেজ করে। কিন্তু যুগ তো চেয়ে পাওয়ার নয়। সব জায়গাতেই—ফেল কড়ি মাখো তেলের অবস্থা।

তৃতীয় কথা, 'বিরামহীন ভোট' কথাটি কি খুবই প্রাসঙ্গিক? যাঁরা ভোট নিতে যান তাঁরা কি গ্রহান্তরের জীব—যাদের খাওয়া-দাওয়া, পায়খানা-পেচ্ছাব বা কিছুটা বিশ্রাম কোনটারই দরকার নেই? অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কলকারখানা—প্রতি ক্ষেত্রেই 'টিফিন আওয়ারস' বলে একটা কথা আছে। তাহলে ভোটগ্রহণটাই বা কেন বিরামহীন হবে, সরকারকে অবস্থাটা ভাবতে বলি।

চতুর্থ বিষয়টা হল ভোট গণনা। ভোট গণনার মত মারাত্মক উত্তেজনাময় বিষয়টা কি ভোট-কেন্দ্রে না করলেই চলতো না? এম এল এ, এম পি নির্বাচনের সময় তো দেখে আসছি কড়া পুলিশ পাহাড়ায় অ্যায়সা খানাপিনার অঢেল ব্যবস্থার মাঝে—মাথার উপর পাখা ঘুরিয়ে টেবিলে টেবিলে ভোট গণনার কাজ শেষ হয়। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এহেন অব্যবস্থা কেন? গেঁওদের নেতা নির্বাচনে আর এত সব করে লাভ কি? এরা তো আর রাজা উজির হবে না। তবে একটা কথা এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় অশ্রদ্ধা আর ঘৃণারই স্পর্শ থাকে, আর থাকে ভোটকর্মীদের টেনশন।

আরেকটা বিষয় বেশ খারাপ লেগেছে। সেটা হল ভোটকর্মীদের হাতে কর্তৃপক্ষ কিছু নগদ পয়সা গুঁজে দিয়েছিলেন রাহা খরচা বাবদ। কিন্তু তাও আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে। ১৯১·০০, ১৭৫·০০ ও ১৬০·০০। প্রিজাইডিং, প্রথম পোলিং ও বাকীরা। কিন্তু দুটো দিনের কাজের জন্য এই শ্রেণীভাগ কি খুব যুক্তিযুক্ত? এটাতো আর কোন বেতনক্রম নয়। তবে কি এখানেও বিশেষ কোন নীতি কাজ করছে? এর দ্বারা কি সরকার শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টিতে সাহায্য করছেন না? পরিশেষে বলতে চাই ভোট নিতে যাওয়াটা নিশ্চয় একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ভোটকেন্দ্রে পৌছানোর পর সেক্টর অফিসগুলো যদি ভোটপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত বুথগুলোর সাথে সহযোগিতা না করেন তবে কি দরকার সেই সব অফিসের। জনগণই আমাদের রক্ষা করবে। তাদের নিয়েই আমরা ভোটের সমস্ত কাজ চালিয়ে নেব। তারাই তো পঞ্চায়েত রাজের কেষ্ট-বিষ্টু, ভোটকর্মীদের পরম বন্ধু। শুধু শুধু এক-গাদা পয়সা খরচ করে গালভরা নামের 'সেক্টর অফিস' পুষে লাভ কি? এই সব ভোটাররাই ভোটকর্মীদের দেখাশোনা করে। করে তাদের খাওয়া, বিশ্রামের ব্যবস্থা। নইলে সরকারের দেওয়া রাহা খরচে কিছুই হত না। কেননা কে করবে খাওয়ার ব্যবস্থা। কোথায় করবে ব্যবস্থা? ভোটকেন্দ্র গুলোতো গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশে। সেখানে না আছে দোকান, না আছে হোটেল, পয়সা চিবিয়ে তো আর পেট ভরবে না। এর চেয়ে রাহা খরচ না দিয়ে সরকার থেকে যদি ভাত, ডাল, তরকারীর ব্যবস্থা হত তবে উপকার হত। কর্মীদের ভোটের রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের কাজ করতে বাধ্য করা হয় একরকম অভুক্ত অবস্থায়। এত এক ধরনের জবরদস্তি প্রথা। মানবিকতাকে দূর করে পশুশক্তির প্রয়োগ। আবার যদি কেউ বিদ্রোহী হয়ে প্রতিবাদী হন, কাজে যেতে না চান, তবে সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে পারেন। বলিহারি ব্যবস্থা।

সংবাদ স্বকালের সাংবাদিক প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২০ জুন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ফিজিকস্ থিয়েটার হলে স্থানীয় পাক্ষিক সংবাদ স্বকালের দ্বিতীয় বর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে এক সাংবাদিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সংবাদ স্বকালের সম্পাদক শুভ চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ খবরের সম্পাদক সত্যেন সাহা, গণকণ্ঠের সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী প্রভৃতি যোগ দেন। প্রাণরঞ্জন চৌধুরী বলেন, পঃ বঙ্গে ৩৬৬টি পত্রিকা রয়েছে। তাদের সমস্যা বহু। সেই সমস্ত সমস্যা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। সৃজনশীল ও আদর্শবাদী সাংবাদিকের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি বুঝিয়ে বলেন। শুভ চট্টোপাধ্যায় ও সত্যেন সাহা এই শিবিরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মধ্যে বিষাণ গুপ্ত ও সামসুজ্জোহা বিশ্বাস সংবাদপত্রের আইনগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

দুটো ছাগলকে কেন্দ্র করে কাজিয়া একজন মহিলা প্রহৃত

সাগরদীঘি : গত ২৩ জুন চাঁদপাড়া কলোনীর আবদুল সেখের স্ত্রী মোমেনা বিবি (২৫) গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় থানায় উপস্থিত হন। তাঁর অভিযোগ ওই গ্রামের তোসলিম সেখ তাঁকে নেরে হাত ভেঙ্গে দেয়। মহিলাটিকে সাগরদীঘি হাসপাতালে পাঠান হলে আঘাত গুরুতর বিবেচনায় বহরমপুরে পাঠানো হয়। খবর ঐদিন আবদুলের দুটো ছাগল তোসলিমের জমির দিকে গেলে তোসলিম সেদুটিকে বেঁধে রাখে। জানতে পেরে আবদুল ছাগল ছাড়াতে যায়। সেই সময় বচসা বাধে ও তোসলিম আবদুলকে মারতে থাকে। আবদুলের স্ত্রী গোলমালে ছুটে এসে স্বামীকে রক্ষা করতে গেলে তোসলিম তাঁকেও গুরুতর আঘাত করে তাঁর হাত ভেঙ্গে দেয়।

দুঃস্থের পাশে নবভারত

নির্জাপুর : গত ১৭ জুন নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত চক্ষু অপারেশন শিবিরে অস্ত্রপচারের পর দুঃস্থ রোগীদের এক অনুষ্ঠানে বিনামূল্যে পাওয়ার চশমা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গত ডিসেম্বরে ১৩৪ জন রোগীর চক্ষু অপারেশন করা হয়।

লুটপাটের আস্তানা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে সাইনবোর্ড সর্বস্ব মহকুমা অফিসটি তালাবন্ধ রয়েছে বহুদিন থেকে। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে এদের বিশাল সাইনবোর্ডটি এখনও তাদের এককালীন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। অন্যদিকে কর্মীরা বেতনও পাচ্ছেন না। কয়েকজন কর্মী লিখিতভাবে আমাদের জানান তাঁদের দুঃখের কথা। তাঁরা বলেন, পঃ বঙ্গের মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একবার বলেছিলেন, ফেভারিট স্মল ইনভেস্টমেণ্ট একটি বিশিষ্ট সংস্থা এবং এই সংস্থায় টাকা বিনিয়োগে কোন বিপত্তি নেই। কিন্তু আজ সেই নিরাপদ সংস্থাটি যখন কাজ গুটিয়ে, লোক ঠকিয়ে সহস্র কর্মীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে একরূপ আত্মগোপন করেছেন তখন রাজ্য প্রশাসনের চুপচাপ বসে থাকাটা বিস্ময়কর মনে হয় না কি? এই অচলাবস্থা দূর করা কি রাজ্য প্রশাসনের কর্তব্য নয়? এত কাণ্ড ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও এই শহরের বুকে গজিয়ে উঠে শর্মিষ্ঠা ফাইন্যান্স লিঃ নামে আর একটি সংস্থা। শহরের মধ্যস্থলে বিশাল অফিস করে সাইনবোর্ড লাগিয়ে রমরমিয়ে দাপটের সঙ্গে কাজ শুরু করে সংস্থাটি। তিন বছরের মধ্যে সংস্থাটি মহকুমার অর্জুনপুর, সাগরদীঘি, অরঙ্গাবাদ, লালবাগ মহকুমার লালগোলা, জিয়াগঞ্জ ভগবানগোলা, বীরভূমের মুরারই-এ শাখা অফিস ছাড়াও সদর শহর বহরমপুরে একটি অফিস খোলেন। শর্মিষ্ঠা ফাইন্যান্সের ব্যবসা এই ভাবে সব দিকে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু তারপরই হঠাৎ একদিন রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় শর্মিষ্ঠার হেড অফিসে তালা ঝুলতে দেখা যায়। বিশাল সাইনবোর্ডটিও হাওয়া হয়ে যায়। কয়েক মাস আগে এই সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর স্থানীয় অরুণ দাস আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সংস্থার দায়িত্বপদ ত্যাগ করেন। শোনা যাচ্ছে এই সংস্থাটি শহর ও গ্রামের হাজার হাজার মানুষকে ঠকিয়ে বহু টাকা আত্মসাৎ করেছে। স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রেও নির্বিকার। তাঁরা সামান্যতম অনুসন্ধান করেছেন বলেও জানা যায় না। এই সংস্থায় যাঁরা ডিরেক্টর ছিলেন তাঁরা স্থানীয় শহরের সম্ভ্রান্ত ঘরের সব সন্তান। সেদিক দিয়ে তদন্তে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু তদন্ত করবে কে সেটাই প্রশ্ন।

অফিসারের ড্যায়ারি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

লোকসভার ভোট গণনাও বুথে বুথে করুন। তাতে (১) দ্রুত ভোটের ফল প্রকাশিত হবে (২) সরকারের বাড়তি খরচ বাঁচবে।

সবশেষে বলি, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে গ্রামের মানুষের যে আবেগ আর উত্তেজনা দেখেছি, তারও কোন তুলনা নেই। দুর্বল, পীড়িত বার্দ্ধক্য কবলিত, অন্ধ বা প্রায়ান্ধ মানুষ সবাইকে এ নির্বাচনে সামিল করা হয়েছে। যেন এ এক লোকউৎসব, ধর্মনিরপেক্ষ পরব। রোদে গরমে তাঁরাও কম কষ্ট পাননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরম ধৈর্য নিয়ে সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকেছেন। গণতন্ত্রের এই আনন্দোৎসব আমাকে অভিভূত করে। পঞ্চায়েতে রয়েছে প্রচুর প্রত্যাশা। হয়ত সবাই তা জানেন না। হয়ত দলগত সাফল্যই সেদিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু তাতেও রয়েছে প্রাপ্তির অনির্বচনীয় আনন্দ। জনগণের এই রায়কে মর্যাদা দিতে হবে, নির্বাচিত প্রার্থীরা যেন রাজনৈতিক সংকীর্ণতায় এ কথাটা ভুলে না যান। যাঁর যতটুকু ক্ষমতা গ্রামের স্বার্থে দলনিরপেক্ষভাবে তিনি যেন তা প্রয়োগ করেন। সততা যদি মূলধন হয়, তাহলে তাকে অবলম্বন করেই গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যশ্রী সম্পন্ন করে তোলা যাবে। আর কেবল তখনই 'তৃণমূল' শব্দটি সদর্থক হয়ে উঠবে। সার্থক হবে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও পরিভাষা। (শেষ)

এক দিনের কর্ম বিরতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লাগানোর অধিকার তাঁর আছে। এতে শিক্ষিকারা উত্তেজিত হয়ে তাঁকে অশালীন কথাবার্তা বলেন। এবং প্রধান শিক্ষিকার এই আচরণে তাঁদের ও প্রেসিডেণ্টকে অপমানিত করা হয়েছে বলে শিক্ষিকারা অভিযোগ তোলেন। তাঁরা দাবী করেন প্রধান শিক্ষিকাকে তাঁর আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। প্রধান শিক্ষিকা অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন প্রেসিডেণ্টকে প্রায় স্কুলে যে কোন সময়ে এসে শিক্ষিকাদের সঙ্গে নানা গল্প-গুজব করতে দেখেছেন। এটা ভব্যতা নয়। কেন না প্রেসিডেণ্ট অনুপ চক্রবর্তী অল্প বয়সী, ঘন ঘন বিনা কারণে তাঁকে না জানিয়ে শিক্ষিকাদের ঘরে আলাপ করতে আসা তিনি অনুচিত মনে করেন। এ কথায় বেশ কিছু শিক্ষিকা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ তো করেনই, এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকাকে জানান এই অপমানজনক আচরণের জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে, না হলে তাঁরা আগামী ২৯ জুন একদিনের প্রতিবাদী কর্মবিরতি করতে বাধ্য হবেন। এরপর প্রেসিডেণ্টসহ কয়েকজন শিক্ষিকা বেশ কিছু ছাত্রীকে নিয়ে মহকুমা শাসকের অফিস ডেপুটেশন জমা দিতে যান। মহকুমা শাসকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষিকারা রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বিডিওর কাছে তাঁদের অভিযোগপত্র পেশ করেন। স্কুল কমিটির সেক্রেটারী সেদিন শহরে ছিলেন না। তিনি ফিরে এলে শিক্ষিকারা তাঁর কাছেও দরবার করেন। তিনি শিক্ষিকাদের ছাত্রীদের স্বার্থে প্রতিকী কর্মবিরতি না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শিক্ষিকারা তাতে সম্মত হন না ও কর্মবিরতি পালন করেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান স্কুলে এ বছরের নতুন সেশন শুরু হবার সময় থেকেই শিক্ষিকাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ শুরু হয়। মতবিরোধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—স্কুলে ছাত্রীদের সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের জন্য প্রতিটি শ্রেণীতে সর্বোচ্চ ৬০ জন ছাত্রী নিয়ে একটি করে সেকসন করতে মনস্থ করেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে শিক্ষিকাদের কিছু বেশী ক্লাস নিতে হবে। এই বেশী ক্লাস নিতে তাঁরা রাজী হন না এবং তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন শিক্ষিকা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এখন ঘটনাচক্রে বোঝা যাচ্ছে তাঁদের সঙ্গে প্রেসিডেণ্টও যোগ দেন। তা না হলে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্ম বিরতি, সে ঘটনা স্কুলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং স্কুল কমিটিরই বিচার্য হওয়া উচিৎ। কিন্তু সেই ঘটনাকে প্রশাসনিক স্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় প্রেসিডেণ্টের সহযোগিতা থাকে কি করে? শহরের বেশ কিছু অভিভাবক ঐ ঘটনায় প্রেসিডেণ্টের ভূমিকা ভাল চোখে দেখছেন না। ২৯ জুন বিকালে জিবির যে সভা হয় তাতে জনৈক সদস্য আশিস ঘোষাল দৃঢ়তার সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে স্কুলে আসার অভিযোগ সমর্থন করে বলেন, তিনি আদালতে যাতায়াতের পথে প্রায় প্রেসিডেণ্টের স্কুটার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। প্রেসিডেণ্টের এই যাতায়াত মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। শিক্ষিকারা আমাদের প্রতিনিধির কাছে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে তাঁর তুঘলকি আচরণের অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হন না, তাঁরা বলেন, স্কুলে ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে যে দান গ্রহণ করা হয় তা স্কুল ফাণ্ডে না রেখে প্রধান শিক্ষিকা ও সম্পাদক নিজের হেফাজতে রাখেন। তার উপর তিনি প্রায় সময় স্কুলে থাকেন না বা ক্লাস নেন না। প্রধান শিক্ষিকা এই অভিযোগ অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন দানের টাকা স্কুল ফাণ্ডে রাখলে অডিট অবজেকসন হয় এবং অডিট করানোর বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দেয়। তাই তিনি ঐ টাকা পৃথকভাবে সম্পাদকের সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে নিজের কাছেই রাখেন। এ সম্বন্ধে তিনি শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সাব কমিটি গঠনের প্রস্তাবও নাকি দেন। কিন্তু শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেননি। ক্লাস না নেওয়ার অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, স্কুলে একজন মাত্র ক্লার্ক। তাই এ বছরের হিসাব-নিকাশ সুষ্ঠুভাবে অডিট করানোর জন্যই তিনি নিজে পরিশ্রম করে হিসাব ঠিক করার স্বার্থে ৯ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ক্লাস নিতে পারেননি। (আগামী সংখ্যায়)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।